Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya

Dept. of History

Teacher's name -
Prof.Prabir Mukhopadhyay

Study materials for B.A 4th sem students

Scanned with CamScanner

SEM - IV

(১) প্রশ্ন: সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদের কারণ কী?

উ: ১৭৫৬ খ্রি: (1756) বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই মনোনীত দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসেন। আলিবর্দীর সময় থেকেই ইংরেজ কোম্পানি নানা ভাবে অন্যায় সুযোগ লাভের চেষ্টায় ছিল কিন্তু নবাব তাদের সুযোগ দেননি। এখন নতুন নবাবের সময়েও তারা সেই সব সুযোগ লাভে বেপরোয়া ভাবে চেষ্টা করলে নবাবের সঙ্গে তাদের বিবাদ শুরু হয়। এই বিবাদের কয়েকটি কারণ ছিল:

(১) আলিবর্দীর সময় থেকেই ইংরেজরা কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ করতে ও যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু সিরাজের ক্ষমতা লাভের পর তারা সেই কাজ শুরু করে, সিরাজ নিষেধ করলেও তা ইংরেজরা অমান্য করে।

(২) সাধারণত: নতুন নবাবকে উপঢৌকন দিয়ে সবাই বিশেষ করে বিদেশি কোম্পানি সৌজন্য প্রকাশ করে কিন্তু এই সময় ইংরেজরা নবাবকে কোনো সম্মান প্রদর্শন না করায় নবাব অপমানিত বোধ করেন।

(৩) ইংরেজরা পূর্ব থেকেই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো তার অপব্যবহার করায় রাজ্যের রাজস্বের ক্ষতি হতে থাকে।

(৪) সিরাজের সিংহাসন লাভ কে কেন্দ্র করে আত্মীয়দের মধ্যে বিরোধ চলছিল, নবাব বিরোধী দলের এক নেতা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস পালিয়ে কলিকাতায় এলে ইংরেজরা তাঁকে আশ্রয় দেয় নবাব এতে অসন্তুষ্ট হন।

Scanned with CamScanner

(ঙ) কলিকাতার গভর্নর ড্রেক নবাবের প্রতি সুব্যবহার করেননি তাই ইংরেজদের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ হন ও বিধি নিষেধ না মেনে সহসা কলিকাতা আক্রমণ করেন ও ইংরেজদের কলিকাতা থেকে বিতাড়িত করেন। এই খবর মাদ্রাজে পৌঁছলে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ ও নৌ সেনাপতি ওয়াটসন কলিকাতায় আসেন। কূটবুদ্ধিতে প্রায় বিনাযুদ্ধেই ইংরেজরা কলিকাতা পুনরায় অধিকার করে নবাবের সাথে সন্ধির বলে দুর্গ নির্মাণের অধিকার আদায় করেন।

ইতিমধ্যে যে সব কর্মচারী নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন — সেনাপতি মীরজাফর, জগৎ শেঠ, রাজা রাজবল্লভ; ক্লাইভ তাদের সঙ্গে যোগ দেন যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল পলাশির যুদ্ধ, ২৩ শে জুন, ১৭৫৭খ্রীঃ। প্রথম থেকেই সেনাপতি নিশ্চেষ্ট থাকায় বিশাল বাহিনী নিয়েও নবাব পরাজিত হলেন পরে নিহত হলেন; মীরজাফর হলেন ষড়যন্ত্র মতো বাংলার নবাব।

প্রত্যক্ষ ফলাফল: পলাশির যুদ্ধকে যুদ্ধ বলা ঠিক হবে না, এটা একটা খণ্ড যুদ্ধ মাত্র, তবু এর ফলাফল বড় বড় যুদ্ধ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারতে প্রাধান্য স্থাপনের ক্ষেত্রে এই পলাশি ছিল ইংরেজদের প্রবেশ পথ।

Scanned with CamScanner

বাংলার অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে সেই পথ আরও সুগম হল। সিরাজউদ্দৌল্লার অপসারণ, মীরজাফরকে নবাব করা বাংলার থেকে ফরাসীদের বিতাড়ন প্রভৃতির ফলে এখান থেকে ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পথে কোন বাধাই রইল না। ইংরেজরা যে তাদের খুশি মতো নবাব নির্বাচন করবে তা এখনই স্থির হয়ে গিয়েছিলো বা তারাই প্রকৃত শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল।

পরোক্ষ ফল: এই যুদ্ধের পরোক্ষ ফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে ইংরেজরা যে সম্পদ লাভ করেছিলো তা দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সাহায্য করেছিল।

ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এর প্রথম উপাচার্য কে

উত্তর : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন জেমস উইলিয়াম কোলভিল

প্রশ্ন : স্বামী বিবেকানন্দ রচিত দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ রচিত দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল—(১) বর্তমান ভারত, (২)

প্রশ্ন : শিক্ষাসংক্রান্ত 'হান্টার কমিশনের' প্রধান সুপারিশগুলি লেখো।

উত্তর : হান্টার কমিশন (১৮৮২)-এর প্রধান কয়েকটি সুপারিশ হল (১) উচ্চশিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। (২) কারিগরি ও বাণিজ্য প্রচলন করতে হবে। (৩) শিক্ষার বিস্তারের জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস প্রভৃতি।

প্রশ্ন : উইলিয়াম হান্টার কে? তিনি কেন বিখ্যাত?

উত্তর : উইলিয়াম হান্টার ছিলেন জনৈক ইংরেজ শিক্ষাবিদ। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গঠিত 'হান্টার কমিশন' উচ্চশিক্ষা বিষয়ক একটি সুপারিশ পেশ করেন। শিক্ষাসংস্কারের জন্য তিনি স্মরণীয়।

প্রশ্ন : উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত দুইটি কমিশনের নাম ও গঠনের তারিখ উল্লেখ করো।

উত্তর : উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত দুটি কমিশন হল : ১৮৮২ সালে গঠিত 'হান্টার কমিশন' ও ১৯০৪ সালে গঠিত 'র‍্যালে কমিশন'।

প্রশ্ন : হেইলবেরী কলেজ কবে এবং কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ইংল্যান্ডে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে হেইলবেরী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ ইংল্যান্ডে সার্ভিসে মনোনীত তরুণরা ভারতবর্ষে কোম্পানির কাজে কর্মচারী হিসাবে হওয়ার আগে দুই বছর শিক্ষানবীশ হিসাবে ভারতীয় ভাষা, আইনকানুন এবং সভ্যতা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করত। এই লক্ষ্য পূরণের জন্যই উক্ত কলেজটি করা হয়। এই কলেজের পূর্ব নাম ছিল 'ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ'।

প্রশ্ন : ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন কার দ্বারা, কোন্ বছরে পাশ হয়?

উত্তর : লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করেন।

প্রশ্ন : ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র কে, কত খ্রিস্টাব্দে এবং কী নামে প্রকাশ ক

উত্তর : ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারি মিঃ জে. এ. হিক ভারতবর্ষে প্রথম স প্রকাশ করেন। প্রকাশিত ওই কাগজের নাম, 'বেঙ্গল গেজেড' (Bengal Ga

প্রশ্ন : প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার নাম কী? কে এই পত্রিকার ছিলেন?

উত্তর : বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত পত্রিকার নাম দিগ্‌দর্শন। এই পত্রিকার সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান।

প্রশ্ন : প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দুটি পত্রিকার নাম ও সম্পাদকের নাম লেখো

উত্তর : প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দুটি পত্রিকা হল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকা দুটির প্রথম সম্পাদক হলেন যথাক্রমে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শি ঘোষ।

প্রশ্ন ঃ কে কাকে 'ব্রিটিশ পাঞ্জাবের জনক' হিসাবে অভিহিত করেছিলেন?

উত্তর ঃ পার্সিভ্যাল স্পীয়ার 'ব্রিটিশ পাঞ্জাবের জনক' হিসাবে অভিহিত করেছেন লর্ড ডালহৌসীকে।

প্রশ্ন ঃ কোন্ আইনে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতীয় রাজনীতিতে 'না-হস্তক্ষেপ নীতি' অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়?

উত্তর ঃ পিটের ভারত শাসন আইনে (১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে) ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতীয়-রাজনীতিতে 'না-হস্তক্ষেপ নীতি' অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এখানে বলা হয় আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া কোম্পানি ভারতে যুদ্ধ করতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ দেশীয় শক্তিগুলির প্রতি স্যার জন শোর-এর নীতি কি ছিল? কোন্ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়?

উত্তর ঃ দেশীয় শক্তিগুলির প্রতি গভর্ণর জেনারেল স্যার জন শোরের নীতি ছিল 'নিরপেক্ষতার নীতি' বা 'ন-হস্তক্ষেপ নীতি'। অযোধ্যার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

প্রশ্ন ঃ স্যার জন শোরের উত্তরসূরী (পরবর্তী) গভর্ণর জেনারেল কে?

উত্তর ঃ স্যার জন শোরের উত্তরসূরী গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি।

প্রশ্ন ঃ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কে প্রবর্তন করেন? এই নীতির প্রধান শর্ত কী ছিল? কে প্রথম এই নীতি গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন লর্ড ওয়েলেসলি।

এই নীতির প্রধান শর্ত ছিল মিত্রতাবদ্ধ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব ইংরাজ কোম্পানি বহন করবে।

এই নীতি প্রথম গ্রহণ করেন হায়দ্রাবাদের নিজাম (১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ)।

প্রশ্ন ঃ কোন্ গভর্ণর জেনারেল ভারতীয় রাজনীতিতে 'না-হস্তক্ষেপ, না আপোষ' নীতি অনুসরণ করতেন?

উত্তর ঃ লর্ড মিন্টো ভারতের রাজনীতিতে 'না-হস্তক্ষেপ, না-আপোষ' নীতি অনুসরণ করতেন।

প্রশ্ন ঃ কে ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্বভৌমত্বের ধারণা দেন?

উত্তর ঃ লর্ড হেস্টিংস ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্বভৌমত্বের ধারণা দেন।

প্রশ্ন ঃ দেশীয় শক্তিগুলির প্রতি উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের নীতি কী ছিল? কোন্ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়?

উত্তর ঃ দেশীয় শক্তিগুলির প্রতি উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের নীতি ছিল 'না-হস্তক্ষেপ নীতি'। মহীশূরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

প্রশ্ন ঃ স্বত্ববিলোপ নীতি কে প্রবর্তন করেন? এই নীতিতে কী বলা হয়? এই নীতি দ্বারা গ্রাস করা হয়েছিল এমন দুইটি রাজ্যের নাম করো।

উত্তর ঃ স্বত্ববিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন লর্ড ডালহৌসী।

এই নীতিতে বলা হয়েছিল কোম্পানি সৃষ্ট ও আশ্রিত কোনো রাজ্যের শাসক অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে সেই রাজ্যে সরাসরি বৃটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই নীতি দ্বারা ডালহৌসী প্রথমে সাতারা (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ) ও পরে সম্বলপুর রাজ্য গ্রাস করেন।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : তিলক সম্পাদিত দুখানি সংবাদপত্রের নাম লেখো।

উত্তর : তিলক সম্পাদিত দুখানি সংবাদপত্র হল : ইংরাজি ভাষায় 'মারহাট্টা' এবং মারাঠি ভাষায় 'কেশরী'।

প্রশ্ন : উনবিংশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর আদর্শ ও উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর : দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সংবাদ বিতরণ এবং জনসাধারণের ও জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা।

প্রশ্ন : ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য কাদের দান অপরিসীম?

উত্তর : ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ মিস্টার হ্যাভেল এবং কুমারস্বামীর দান অপরিসীম।

প্রশ্ন : কোন্ বছরে কোন্ আইন দ্বারা ভারতে দাস প্রথার বিলুপ্তি সাধন করা হয়?

উত্তর : ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দাস প্রথার বিলোপ সাধিত হলে ঐ বছর ভারতের চার্টার আইনে গভর্নর জেনারেলকে দাস প্রথার বিলোপসাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : সংবাদ প্রভাকর এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা কারা?

উত্তর : সংবাদ প্রভাকর এবং তত্ত্ববোধনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন যথাক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রশ্ন : বঙ্গদেশে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম কী? কে এটি প্রকাশ করেন?

উত্তর : গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম 'বেঙ্গল গেজেট'।

প্রশ্ন : কে, কবে আলিগড়-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন? এর প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন?

উত্তর : সৈয়দ আহম্মদ খান আলিগড়ে 'অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। যা পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় (১৯২০ খ্রিস্টাব্দে)। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হলেন থিয়োডার বেক।

প্রশ্ন : কাশীর ও কলকাতার সংস্কৃত কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে কাশীর ও ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন : 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথম কোন্ ভাষায় প্রকাশিত হয়? কবে ও কেন এই পত্রিকার ভাষার পরিবর্তন ঘটে?

উত্তর : ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ওপর আইন দ্বারা বাধা-নিষেধ আরোপ করলে এক রাত্রিতে অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

প্রশ্ন : কোন্ ইংরেজ কর্মচারী "Literator of the Indian Press" নামে খ্যাত? 'দেশের কথা' বইটির লেখক কে ছিলেন?

উত্তর : চার্লস মেটাকাফকে "Literator of the Indian Press" নামে অভিহিত করা হয়। 'দেশের কথা' বইটির লেখক হলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ঃ কে কোন্ ঘটনাকে 'বিভাজন রেখা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন?

উত্তর ঃ ঐতিহাসিক পিটার. জে. মার্শাল ইংরাজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভকে মুঘল ও ব্রিটিশ বাংলার 'বিভাজন রেখা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র সময় নবাব ও গভর্ণর কে ছিলেন?

উত্তর ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০ খ্রিঃ) সময় বাংলার নবাব ছিলেন নাজিম-উদ্-দৌলা। অবশ্য তিনি সম্পূর্ণভাবেই কোম্পানির হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। এই সময় বাংলার গভর্ণর ছিলেন কার্টিয়ার।

প্রশ্ন ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র দুটি ফলাফল উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে (১) বাংলার মানুষ খাদ্যাভাবে গাছের পাতা, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে হাজারে হাজারে অনশনে ও মহামারীতে প্রাণ হারায় এবং জনবসতি জঙ্গলে পরিণত হয়। (২) খাদ্যাভাবে মানুষ নীতিজ্ঞান হারিয়ে নিজের পেটের সন্তানদের বিক্রি এমনকি চুরি, ডাকাতি আরম্ভ করে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা লোপ পায়।

প্রশ্ন ঃ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা কবে থেকে হয়? ভারতে উপনিবেশ পর্যায়ে ইংরেজদের কী উদ্দেশ্য ছিল?

উত্তর ঃ ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়। উবনিবেশের প্রথম পর্যায়ে ইংরেজদের দুটি উদ্দেশ্য ছিল—(১) উপনিবেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার। (২) রাজনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের সব রাজস্ব বা উদ্বৃত্ত সম্পদকে সরাসরি শুষে নেওয়া।

প্রশ্ন ঃ বিদেরার যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে হয়েছিল?

উত্তর ঃ ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে ওলন্দাজের এই যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজয়ের ফলে ভারতে তাদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের 'রোহিলা নীতি'কে কি সমর্থন করা যায়?

উত্তর ঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের 'রোহিলা নীতি'কে রাজনৈতিক ও মানবিক দিক থেকে কখনোই সমর্থন করা যায় না। রোহিলাগণ কখনই ইংরেজদের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করেনি অথচ কিছু অর্থ লাভের জন্য হেস্টিংস ইংরেজ সেনাবাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছিলেন। রোহিলখণ্ড মারাঠাদের অধিকার থেকে রক্ষা করার জন্য তা দখলের প্রয়োজন ছিল এই দাবি সমর্থনযোগ্য নয় কারণ মারাঠাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাদের পতনের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিল।

প্রশ্ন ঃ কে, কোন্ সন্ধিকে অপমানজনক শান্তি বলে অভিহিত করেন?

উত্তর ঃ ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং উভয় পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থানগুলি ফেরত দেন। ওয়ারেন হেস্টিংসে এই সন্ধিকে অপমাজনক শান্তি বলে অভিহিত করেন।

প্রশ্ন ঃ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক কে? কোন্ ভারতীয় শাসক প্রথম এতে স্বাক্ষর করেন?

প্রশ্ন : **পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার নবাব কে হন? তাঁর সঙ্গে আলিবর্দী খাঁ-র কী সম্পর্ক ছিল?**

উত্তর : পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার নবাব হন মীরজাফর। মীরজাফর ছিলেন আলিবর্দী খাঁ-র ভগ্নীপতি।

প্রশ্ন : **পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি যে-অধিকার ও সুবিধাগুলি লাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে চারটির উল্লেখ করো।**

উত্তর : পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি যে-অধিকার ও সুবিধাগুলি লাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) ২৪ পরগণার জমিদারী, (২) নদীয়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলার রাজস্ব, (৩) বিহারে সোরা ব্যবসাতে একচেটিয়া অধিকার এবং (৪) বাংলাতে কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার।

প্রশ্ন : **মীরজাফরের শাসনকালে কোন্ দুই শক্তি বাংলা আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল?**

উত্তর : মীরজাফরের শাসনকালে বাংলা আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম ও মারাঠা শক্তি।

প্রশ্ন : **মীরজাফরের শাসনকালে কোন্ তিনটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল?**

উত্তর : মীরজাফরের শাসনকালে মেদিনীপুরের রাজারাম সিংহ, পূর্ণিয়ার হজর আলি খাঁ ও অচল সিংহ এবং পাটনায় রামনারায়ণের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। মীরজাফর প্রথম দুই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

প্রশ্ন : **বিদারার যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল?**

উত্তর : অক্টোবর ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ওলন্দাজ শক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল বিদারার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজিত হবার ফলে ওলন্দাজরা বাংলাদেশে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন : **মীরজাফরকে কত খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়? এরপর কে নবাব হন?**

উত্তর : কলকাতার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এরপর নবাব হন মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম।

প্রশ্ন : **'১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব' কাকে বলে?**

উত্তর : অক্টোবর ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব পদ থেকে মীরজাফরের অপসারণ এবং মীরকাশিমকে বাংলার নবাব পদে স্থাপন—এই ঘটনা '১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন : **মীরকাশিমের কাছ থেকে ইংরাজ কোম্পানি যে সুবিধা ও অধিকারগুলি লাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে তিনটির উল্লেখ করো।**

উত্তর : মীরকাশিমের কাছ থেকে ইংরাজ কোম্পানি যে অধিকার ও সুবিধাগুলি লাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী, (২) নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকার এবং (৩) শ্রীহট্টে চুন ব্যবসাতে একচেটিয়া অধিকার।

প্রশ্ন : **প্রথমে মীরকাশিমের রাজধানী কোথায় ছিল? পরবর্তীতে তিনি কেন ও কোথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন?**

Scanned with CamScanner

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ কবে কাদের মধ্যে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

উত্তর ঃ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার সাথে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে সিরাজদৌল্লা পরাজিত হন।

প্রশ্ন ঃ পলাশির যুদ্ধের দুটি কারণ উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ পলাশির যুদ্ধের দুটি কারণ হল—(১) নবাবের বিনা অনুমতিতে ইংরেজ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের নির্মাণ। (২) সিরাজদৌল্লা বিরোধী ঢাকার দেওয়ান ও ঘসেটি বেগমের পরামর্শদাতা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ইংরেজদের আশ্রয়দান।

প্রশ্ন ঃ পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? এই যুদ্ধের পর কে বাংলার নবাব হন? পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগের শুরু হয়েছিল—এটি কার মত?

উত্তর ঃ পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার প্রধান সেনাপতি ছিলেন মীরজাফর। এই যুদ্ধের পর বাংলার নবাব হন মীরজাফর। মতটি ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের।

প্রশ্ন ঃ কত সালে কাদের মধ্যে 'বক্সারের যুদ্ধ' হয়েছিল?

উত্তর ঃ ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে ২২শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত বাংলার নবাব মীরকাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌল্লা এবং মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সম্মিলিত শক্তির মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।
এই যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হলে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, নবাব কোম্পানির হাতের পুতুলে পরিণত হন।

প্রশ্ন ঃ বক্সারের যুদ্ধের মূল কারণ কী?

উত্তর ঃ বক্সারের যুদ্ধের মূল কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিরোধ। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা দস্তকের অপব্যবহার করে এবং তার ফলে নবাব ও দেশীয় বণিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বীরচেতা নবাব মীরকাশিম দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করতে মনস্থ করলে কোম্পানির সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়, যার পরিণতি বক্সারের যুদ্ধ।

Scanned with CamScanner

উত্তর : প্রথমে মুর্শিদাবাদ ছিল মীরকাশিমের রাজধানী।
মুর্শিদাবাদ কলকাতার কাছে অবস্থিত হওয়ায় ইংরাজ কোম্পানির পক্ষে সহজেই নবাবের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হতো। ইংরাজদের এই প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মীরকাশিম বিহারের মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

প্রশ্ন : মীরকাশিমের দুইজন বিদেশি সেনাধ্যক্ষের নাম করো।

উত্তর : মীরকাশিমের বিদেশি সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর্মেনীয় গ্রেগরী (গুরগিন খাঁ) ও ফরাসি ওয়াল্টার রাইন হার্ড (সমরু)।

প্রশ্ন : বাংলার কোন্ নবাব অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক তুলে দিয়েছিলেন এবং কেন?

উত্তর : বাংলার নবাব মীরকাশিম অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক তুলে দিয়েছিলেন (মার্চ ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ)।
ইংরাজ কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা বাংলাতে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকারী হলেও দস্তকের অপব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ইংরাজ বণিকই বাণিজ্য শুল্ক জমা দিত না। অন্যদিকে দেশীয় বণিকরা এই শুল্ক দিতে বাধ্য ছিল বলে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে দেশীয় বণিকদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য মীরকাশিম অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক তুলে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : মীরজাফর কত খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বাংলার নবাব হন?

উত্তর : জুলাই ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফর পুনরায় বাংলার নবাব হন।

প্রশ্ন : বক্সারের যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?

উত্তর : বক্সারের যুদ্ধ (২২ অক্টোবর ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ) সংঘটিত হয় ইংরাজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বাংলার ক্ষমতাচ্যুত নবাব মীরকাশিম এবং তার মিত্র অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের। এই যুদ্ধে হেক্টর মনরোর নেতৃত্বে ইংরাজরা জয়লাভ করে।

প্রশ্ন : বক্সারের আগে মীরকাশিম কোন্ চার যুদ্ধে ইংরাজদের কাছে পরাস্ত হন?

উত্তর : বক্সারের আগে মীরকাশিম পাটনা (মুঙ্গের), কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে ইংরাজদের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : এলাহাবাদের প্রথম সন্ধি দ্বারা কী স্থির হয়েছিল?

উত্তর : অযোধ্যার পরাজিত নবাব সুজা-উদ-দৌলা ও ইংরাজ কোম্পানির মধ্যে স্বাক্ষরিত এলাহাবাদের প্রথম সন্ধি (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) দ্বারা স্থির হয়েছিল সুজা-উদ-দৌলা ৫০ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি কোম্পানিকে দেবে। এর বিনিময়ে কোম্পানি নবাব হিসাবে সুজা-উদ-দৌলাকে স্বীকার করে নেয়।

প্রশ্ন : ইংরাজ কোম্পানি কার কাছে কোন্ সন্ধি দ্বারা বাংলার দেওয়ানি লাভ করেছিল?

উত্তর : মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে এলাহাবাদের দ্বিতীয় সন্ধি স্বাক্ষরের (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) মাধ্যমে ইংরাজ কোম্পানি বাংলা সুবার দেওয়ানির অধিকার লাভ করেছিল। শাহ আলমকে সম্রাট হিসাবে মর্যাদা, কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দেবার শর্তে কোম্পানি এই অধিকার লাভ করেছিল।

Scanned with CamScanner

শুদ্ধি অনুষ্ঠান দ্বারা হিন্দুধর্মে গ্রহণ করা ছিল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বেদের যুগে ফিরে চল এই সমাজের মূলকথা।

প্রশ্ন : আর্যসমাজ কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : বৈদিক ধর্ম সংস্কারক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী হলেন আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : বিধবা-বিবাহ আইনের সঙ্গে কোন্ সমাজ সংস্কারকের নাম যুক্ত? কোন্ সালে এই আইন পাশ করা হয়?

উত্তর : বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের জন্য আন্দোলনের উদ্ভাবক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি এ কাজে তাঁর মতামতের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে দেশবাসীকে একাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং সরকারের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই জুলাই 'বিধবা-বিবাহ আইন' পাস করেন।

প্রশ্ন : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত দুটি পুস্তকের নাম লেখো।

উত্তর : বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিষয়ক বহু পুস্তক রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি পুস্তক হল—বর্ণ পরিচয় ও সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা।

প্রশ্ন : হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা কবে হয়? কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতার নাম করো।

উত্তর : ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ)। এই কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ।

প্রশ্ন : 'স্কুল বুক সোসাইটি' কবে, কী উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল?

উত্তর : ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় ও ইংরেজি ভাষায় সহজলভ্য পুস্তক প্রকাশের লক্ষ্যে 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভাষা শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

প্রশ্ন : ইয়ং বেঙ্গল কাদের বলা হত?

উত্তর : হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি ডিরোজিওর নেতৃত্বে ঐ কলেজের একদল মেধাবী ছাত্র হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন : ইয়ং বেঙ্গল দলের কয়েকজন নেতার নাম লেখো।

উত্তর : ডিরোজিও, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, রাধাকান্ত শিকদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতা।

প্রশ্ন : ইয়ং বেঙ্গল দলের দুটি প্রকাশিত পত্রিকার নাম লেখো।

উত্তর : ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রকাশিত দুটি পত্রিকা হল—(১) জ্ঞানান্বেষণ (২) হিন্দু পাইওনিয়ার।

প্রশ্ন : হেনরি ডিরোজিওর রচিত দুটি দেশাত্মবোধক কবিতার নাম লেখো।

উত্তর : হেনরি ডিরোজিওর দুটি দেশাত্মবোধক কবিতা হল 'ফকির অব জঙ্গিরা' ও 'স্বদেশের প্রতি'।

Scanned with CamScanner

শুদ্ধি অনুষ্ঠান দ্বারা হিন্দুধর্মে গ্রহণ করা ছিল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বেদের যুগে ফিরে চল এই সমাজের মূলকথা।

প্রশ্ন : আর্যসমাজ কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : বৈদিক ধর্ম সংস্কারক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী হলেন আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : বিধবা-বিবাহ আইনের সঙ্গে কোন্ সমাজ সংস্কারকের নাম যুক্ত? কোন্ সালে এই আইন পাশ করা হয়?

উত্তর : বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের জন্য আন্দোলনের উদ্ভাবক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি এ কাজে তাঁর মতামতের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে দেশবাসীকে একাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং সরকারের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই জুলাই 'বিধবা-বিবাহ আইন' পাস করেন।

প্রশ্ন : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত দুটি পুস্তকের নাম লেখো।

উত্তর : বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিষয়ক বহু পুস্তক রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি পুস্তক হল—বর্ণ পরিচয় ও সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা।

প্রশ্ন : হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা কবে হয়? কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতার নাম করো।

উত্তর : ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ)। এই কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ।

প্রশ্ন : 'স্কুল বুক সোসাইটি' কবে, কী উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল?

উত্তর : ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় ও ইংরেজি ভাষায় সহজলভ্য পুস্তক প্রকাশের লক্ষ্যে 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভাষা শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

প্রশ্ন : ইয়ং বেঙ্গল কাদের বলা হত?

উত্তর : হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি ডিরোজিওর নেতৃত্বে ঐ কলেজের একদল মেধাবী ছাত্র হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন : ইয়ং বেঙ্গল দলের কয়েকজন নেতার নাম লেখো।

উত্তর : ডিরোজিও, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, রাধাকান্ত শিকদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতা।

প্রশ্ন : ইয়ং বেঙ্গল দলের দুটি প্রকাশিত পত্রিকার নাম লেখো।

উত্তর : ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রকাশিত দুটি পত্রিকা হল—(১) জ্ঞানান্বেষণ (২) হিন্দু পাইওনিয়ার।

প্রশ্ন : হেনরি ডিরোজিওর রচিত দুটি দেশাত্মবোধক কবিতার নাম লেখো।

উত্তর : হেনরি ডিরোজিওর দুটি দেশাত্মবোধক কবিতা হল 'ফকির অব জঙ্গিরা' ও 'স্বদেশের প্রতি'।

Scanned with CamScanner

... 'দস্তুর তোয়ার ব্যবসায়' নেমে নানা উপঢৌকন ও ... উপার্জন করে দেশে পাঠায়। বাংলায় ঢালাও লুণ্ঠন চলতে থাকে। ফলে বাংলার রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। ঐতিহাসিকগণ একে 'পলাশির লুণ্ঠন' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য কী ছিল?

উত্তর ঃ পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য ছিল—

(ক) পলাশির যুদ্ধে একমাত্র বাংলার নবাব পরাজিত হয়েছিল কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব ও মোগল বাদশা একসঙ্গে পরাজিত হন। সুতরাং বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজদের হস্তগত হয়।

(খ) পলাশির যুদ্ধ ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল; বক্সারের যুদ্ধ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

প্রশ্ন ঃ ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কবে কার কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করে?

উত্তর ঃ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা নজরানার বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ দেওয়ানি লাভের গুরুত্ব কী?

উত্তর ঃ দেওয়ানি লাভ হল রাজস্ব আদায়ের অধিকার। দেওয়ানি লাভ করার ফলে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃত অর্থে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ভারতের প্রশাসনে কোম্পানি আইনগত ও বৈধ মর্যাদা লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব কী?

উত্তর ঃ পলাশির যুদ্ধের পর বাংলায় লর্ড ক্লাইভ ও ইংরাজ কর্মচারীদের অর্থলোলুপতা ও দুর্নীতিতে মীরজাফরের ন্যায় হীনচেতা ব্যক্তিও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি গোপনে ইংরাজদের শত্রু চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন। ইংরাজরাও মীরজাফরকে কুশাসনের অভিযোগে পদচ্যুত করতে চান। ইংরাজরা মীরজাফরের পরিবর্তে তার জামাতা মীরকাশিমকে নবাব পদে বসান। এই ঘটনাই ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব নামে খ্যাত।

প্রশ্ন ঃ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সুবায় কি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে?

উত্তর ঃ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির 'নামে মাত্র' বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা সুবার (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা) দেওয়ানী লাভ করে। এর ফলে বাংলায় বাহুবলের দ্বারা অর্জিত কোম্পানির অধিকার আইনানুগভাবে স্বীকৃত হয় এবং কোম্পানি বাংলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে এবং বাংলায় নবাব ও কোম্পানির 'দ্বৈত শাসন' প্রচলিত হয়।

প্রশ্ন ঃ কে, কোন্ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—"On 23rd June, 1757, the Middle Age of India ended and her Modern age began"?

উত্তর ঃ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন ঐতিহাসিক যদুনাথ

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের নাম কী? এই পত্রিকা কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়?

উত্তর : প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের নাম 'সমাচার দর্পণ'।
২৩ মে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকার নাম কী? এই পত্রিকা কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়?

উত্তর : প্রথম বাংলা মাসিক সাময়িক পত্রিকা মার্শম্যান সম্পাদিত 'দিগ্‌দর্শন'।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এপ্রিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে।

প্রশ্ন : প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের নাম কী? এই পত্রিকা প্রথম কবে প্রকাশিত হয়?

উত্তর : প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর।
এই পত্রিকা প্রথম ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : কে, কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা?

উত্তর : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

প্রশ্ন : ইসলামের পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন বলতে কী বোঝো?

উত্তর : অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য ধর্মের প্রভাব ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করে ইসলামধর্মকে তার বিশুদ্ধ রূপে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মধ্য প্রাচ্য ও ভারতে যে-সংস্কারবাদী আন্দোলনগুলি সংঘটিত হয়েছিল তাকে ইসলামের পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন বলা হয়। যেমন—ওয়াহাবী ও ফরাজি আন্দোলন।

প্রশ্ন : ভারতে কে প্রথম ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন? বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবর্তক কে?

উত্তর : অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দিল্লির সাধক শাহ ওয়াল্লিউল্লাহ ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা করলেও এই আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তরপ্রদেশের সৈয়দ আহমদ দ্বারা।
বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবর্তক মীর নিসার আলি বা তিতুমীর।

প্রশ্ন : বারাসত বিদ্রোহ কাকে বলে?

উত্তর : ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে নারকেলবেড়িয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে তিতুমীর যে-স্বাধীন কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস করেছিলেন তাকে বারাসত বিদ্রোহ বলে।

প্রশ্ন : কে, কোথায় 'বাঁশের কেল্লা' তৈরি করেন?

উত্তর : নারকেলবেড়িয়া গ্রামে তিতুমীর গড়ে তুলেছিলেন 'বাঁশের কেল্লা'।

প্রশ্ন : ফরাজি আন্দোলন কাকে বলে?

উত্তর : হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে বর্জন করে ইসলামধর্মকে তার শুদ্ধরূপে ফিরিয়ে আনার জন্য শরিয়ত উল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিঞা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত করেছিলেন তাকে ফরাজি আন্দোলন বলে।

প্রশ্ন : সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠিত দুইটি বিদ্যালয়ের নাম করো।

উত্তর : সৈয়দ আহমদ মুরদাবাদে গুলসন স্কুল (১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ) ও গাজীপুরে ভিক্টোরিয়া স্কুল ([illegible] খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

... বাংলার নবাব হন মীরজাফর। মীরজাফর ছিলেন আলিবর্দী খাঁ-র ভগ্নীপতি।

প্রশ্ন ঃ পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি যে-অধিকার ও সুবিধাগুলি লাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে চারটির উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি যে-অধিকার ও সুবিধাগুলি লাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) ২৪ পরগণার জমিদারী, (২) নদীয়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলার রাজস্ব, (৩) বিহারে সোরা ব্যবসাতে একচেটিয়া অধিকার এবং (৪) বাংলাতে কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার।

প্রশ্ন ঃ মীরজাফরের শাসনকালে কোন্ দুই শক্তি বাংলা আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল?

উত্তর ঃ মীরজাফরের শাসনকালে বাংলা আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম ও মারাঠা শক্তি।

প্রশ্ন ঃ মীরজাফরের শাসনকালে কোন্ তিনটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ মীরজাফরের শাসনকালে মেদিনীপুরের রাজারাম সিংহ, পূর্ণিয়ার হজর আলি খাঁ ও অচল সিংহ এবং পাটনায় রামনারায়ণের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। মীরজাফর প্রথম দুই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ বিদারার যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ অক্টোবর ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ওলন্দাজ শক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল বিদারার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজিত হবার ফলে ওলন্দাজরা বাংলাদেশে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন ঃ মীরজাফরকে কত খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়? এরপর কে নবাব হন?

উত্তর ঃ কলকাতার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এরপর নবাব হন মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম।

প্রশ্ন ঃ '১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব' কাকে বলে?

উত্তর ঃ অক্টোবর ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব পদ থেকে মীরজাফরের অপসারণ এবং মীরকাশিমকে বাংলার নবাব পদে স্থাপন—এই ঘটনা '১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ঃ মীরকাশিমের কাছ থেকে ইংরাজ কোম্পানি যে সুবিধা ও অধিকারগুলি লাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে তিনটির উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ মীরকাশিমের কাছ থেকে ইংরাজ কোম্পানি যে অধিকার ও সুবিধাগুলি লাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী, (২) নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকার এবং (৩) শ্রীহট্টে চুন ব্যবসাতে একচেটিয়া অধিকার।

প্রশ্ন ঃ প্রথমে মীরকাশিমের রাজধানী কোথায় ছিল? পরবর্তীতে তিনি কেন ও কোথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন?

Scanned with CamScanner

উত্তর ঃ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক লর্ড ওয়েলেসলি। হায়দ্রাবাদের শাসক মহম্মদ নিজাম আলি সর্বপ্রথম এই দাসত্বের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

প্রশ্ন ঃ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কী?

উত্তর ঃ ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ওয়েলেসলি অভিনব কায়দায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্তে দেশীয় রাজাদের রাজ্য গ্রাস করার নামে এক সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রবর্তন করেন যা অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ঃ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রধান শর্তগুলি কী?

উত্তর ঃ 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি'র প্রধান শর্ত হল—এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশীয় রাজাকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে কোম্পানি রক্ষা করবে কিন্তু কোম্পানির অনুমতি ব্যতীত কোনো যুদ্ধ বা শান্তি স্থাপন করা যাবে না। এইসব রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য থাকবে তাদের ব্যয়নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে হবে ইংরেজদের।

প্রশ্ন ঃ টিপু সুলতান কোন্ যুদ্ধে, কত খ্রিস্টাব্দে নিহত হন?

উত্তর ঃ চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলাকালীন শ্রীরঙ্গপত্তনমে যুদ্ধরত অবস্থায় ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে টিপুর মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন ঃ কোন্ মারাঠা পেশোয়া কত খ্রিস্টাব্দে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির স্বাক্ষর করেন?

উত্তর ঃ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও এবং অন্যান্য মারাঠা সর্দারদের সাথে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতিতে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে বেসিনের সন্ধি দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রশ্ন ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী? কোন্ উপন্যাসে তার বর্ণনা আছে? ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে বাংলার গভর্ণর কে ছিলেন?

উত্তর ঃ দ্বৈত শাসনের পরিণাম হিসাবে বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরাজী ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে) বাংলাদেশে যে-দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপ্যাসে এই মন্বন্তরের বর্ণনা আছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে বাংলার গভর্ণর ছিলেন কার্টিয়ার।

প্রশ্ন ঃ কোন্ বৎসর কলকাতা সুপ্রিমকোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব মুবারক-উদ-দৌলা 'সার্বভৌম নৃপতি' নন?

উত্তর ঃ ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সুপ্রিমকোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব মুবারক-উদ-দৌলা 'সার্বভৌম নৃপতি' নন।

প্রশ্ন ঃ নবাবী আমলে বাংলার একটি দেশীয় ব্যাঙ্কিং পরিবারের নাম করো।

উত্তর ঃ নবাবী আমলে বাংলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্কিং পরিবার ছিল জগৎ শেঠ পরিবার।

প্রশ্ন ঃ বালাজী বাজীরাও কোন মুঘল সম্রাটকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন?

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরের পর কে নবাব হন? এই সময়ে নায়েব নাজিম পদে কে নিযুক্ত হন?

উত্তর : ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হন পুত্র নজম-উদ-দৌলা। এই সময়ে রেজা খাঁ নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত হন।

প্রশ্ন : নজম-উদ-দৌলা ও কোম্পানির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি দ্বারা কী স্থির হয়েছিল?

উত্তর : ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে নজম-উদ-দৌলা ও কোম্পানির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি দ্বারা স্থির হয়েছিল নবাবের নিজস্ব কোনো সেনা থাকবে না, তাকে সুরক্ষা দেবে কোম্পানি; নবাব কোম্পানির মনোনীত নায়েব নাজিমের হাতে 'নিজামতি' বা প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করবেন; বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কোম্পানি বছরে ৫৩ লক্ষ টাকা নবাবকে দেবে।

প্রশ্ন : কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সময় বাংলার নবাব ও ইংরেজ গভর্নর কে ছিলেন?

উত্তর : কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সময়ে বাংলার নবাব ছিলেন নজম-উদ-দৌলা এবং ইংরাজ গভর্নর ছিলেন লর্ড ক্লাইভ।

প্রশ্ন : দেওয়ানি লাভ দ্বারা ইংরাজ কোম্পানি কোন্ অধিকার লাভ করেছিল?

উত্তর : দেওয়ানি লাভ দ্বারা ইংরাজ কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি বিচারের দায়িত্ব লাভ করেছিল।

প্রশ্ন : দেওয়ানি লাভের দুইটি গুরুত্ব উল্লেখ করো।

উত্তর : দেওয়ানি লাভের দুইটি গুরুত্ব—(১) কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়, এবং (২) অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : দ্বৈত শাসন কী?

উত্তর : ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার লাভ করার পর এই অঞ্চলে যে শাসনব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল তাকে দ্বৈত শাসন বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল নবাবের হাতে এবং রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের পূর্ণ দায়িত্ব ছিল কোম্পানির হাতে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এই ব্যবস্থার অবসান হয়।

প্রশ্ন : দেওয়ানী গ্রহণের পর ইংরাজ কোম্পানি বাংলা ও বিহারের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কাদের উপর অর্পণ করেছিল?

উত্তর : দেওয়ানি দায়িত্ব গ্রহণের পর ইংরাজ কোম্পানি বাংলা এবং উড়িষ্যা ও বিহারের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছিল রেজা খাঁ ও সীতার রায় নামক নায়েব-নাজিমের উপর।

প্রশ্ন : ঐতিহাসিক পিটার. জে. মার্শাল কোন্ ঘটনাকে সাব-ইম্পিরিয়ালিজম (উপ-সাম্রাজ্যবাদ) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন?

উত্তর : ঐতিহাসিক পিটার : জে. মাশাল অনুসারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরাই বাংলাতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়েছিল। এই ঘটনাকে তিনি সাব-ইম্পিরিয়ালিজম হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

Scanned with CamScanner

...মারাঠা পেশোয়া মাধবরাও-এর অকাল মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যুর পরে পেশোয়া পদলাভের জন্য মারাঠাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় যা মারাঠাদের ঐক্য ও শক্তি পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত করে দেয়।

প্রশ্ন ঃ ভারতের ইতিহাসে ১৭৬৫ ও ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের গুরুত্ব কী?

উত্তর ঃ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের 'সনদ আইন' দ্বারা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার বিলোপ হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন ঃ 'ঠগী' কী? কে এদের দমন করেন?

উত্তর ঃ ভারতের এক শ্রেণীর লুটেরা ও হত্যাকারী দস্যু 'ঠগী' নামে অভিহিত হত। তাদের দৌরাত্মে জনসাধারণের জীবন বিপন্ন হওয়ার অসংখ্যক ঘটনা ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। ইংরাজ শাসককে বিব্রত করার জন্য বহু ক্ষতিগ্রস্ত দেশীয়রা নিয়ম করে এই ভয়ঙ্কর দস্যুতাকে প্রশ্রয় দিতে থাকে।

লর্ড বেন্টিঙ্ক 'ঠগী' দস্যুদের দমন করার জন্যে কর্নেল শ্লীম্যানকে নিযুক্ত করেন। শ্লীম্যান দুই বৎসরের চেষ্টায় ঠগীদের সম্পূর্ণভাবে দমন করে যশস্বী হন (১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ)।

প্রশ্ন ঃ ডালহৌসী কু-শাসনের অভিযোগে কোন্ রাজ্যটি গ্রাস করেছিলেন? তখন ঐ রাজ্যের নবাব কে ছিলেন?

উত্তর ঃ ডালহৌসী কু-শাসনের অভিযোগে অযোধ্যা রাজ্যটি গ্রাস করেন। তখন ঐ রাজ্যের নবাব ছিলেন নবাব ওয়াজেদ আলি।

প্রশ্ন ঃ 'সতী' কী?. কত খ্রিস্টাব্দে কে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন? কোন্ ভারতীয় এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন?

উত্তর ঃ হিন্দুধর্মের প্রচলিত রীতি অনুসারে কোনো হিন্দুনারীর স্বামীর মৃত্যু হলে তার বিধবা স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বা জোরপূর্বক মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ করা হত। ঐ নিষ্ঠুর প্রথায় সহমরণগামিনী নারীকে 'সতী' বলা হত।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এই নিষ্ঠুর কু-প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নেন এবং ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ৪ ডিসেম্বর এক আইনের মাধ্যমে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

রাজা রামমোহন রায় এই ব্যাপারে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

প্রশ্ন ঃ লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কী পরিবর্তন সূচনা করেন?

উত্তর ঃ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্টে বছরে এক লক্ষ টাকা প্রাচ্য দেশীয় ভাষা, যথা—সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হত। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : 'অ্যাকাডেমিক এ্যাসোশিয়েশন' কে কত খ্রিস্টাব্দে গঠন করেন?

উত্তর : হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি ডিরোজিও 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' ... খ্রিস্টাব্দে গঠন করেন।

প্রশ্ন : 'ওরিয়েন্টলিস্ট' (Orientalist) এবং 'অ্যাংলিসিস্ট' (Anglicist) কাদের ...

উত্তর : ইংরেজ আমলে যে সকল ভারতীয় এবং ইংরেজ সম্প্রদায় ভারতীয় ... দর্শন প্রভৃতি প্রচারের সপক্ষে মত পোষণ করেছিলেন তাঁদের Orientalist ... বলা হয়। যেমন—কোলব্রুক, উইলসন। অন্যদিকে যে সকল ভারতীয় ... বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইংরাজি শিক্ষার সপক্ষে ... করেছিলেন তাঁদের Anglicist বা পাশ্চাত্যবাদী বলা হত। যেমন— ... অলেকজান্ডার ডাফ, রামমোহন রায়।

প্রশ্ন : ভারতবর্ষে কবে, কোথায় সরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়?

উত্তর : চার্লস উডের শিক্ষাবিষয়ক সুপারিশ অনুসারে ১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ... ব্যয়ে একযোগে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ...

প্রশ্ন : ভারতে স্থাপিত প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও সময় লেখো।

উত্তর : বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি হল (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ ... জানুয়ারি), (২) মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৮ খ্রিঃ ১৮ই জুলাই), (৩) ... বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ ৫ই সেপ্টেম্বর)।

প্রশ্ন : উইলিয়াম অ্যাডামস-এর নাম কীজন্য স্মরণীয়?

উত্তর : লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের শাসনকালে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে ... উদ্দেশ্যে উইলিয়াম অ্যাডামসের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। ওই ... রিপোর্ট 'অ্যাডামস রিপোর্ট' নামে খ্যাত।

প্রশ্ন : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কে, কত সালে এবং কী উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন?

উত্তর : ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। সনদ প্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারীগণকে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ... উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তিনি এই কলেজ স্থাপন করেন। অবশ্য এই ... ইংল্যান্ডস্থিত ডাইরেক্টর সভার অনুমতি না মেলার ভারতীয় ভাষাশিক্ষার ... রূপান্তর করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা কে করেন?

উত্তর : গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগবশত ... খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

প্রশ্ন : কে, কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন : কে, কত খ্রিস্টাব্দ 'দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে লালা হংসরাজ লাহোরে দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক কলেজ ... করেন।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : কে, কত খ্রিস্টাব্দে গুরুকুল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হরিদ্বারে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে গুরুকুল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন : শ্রীরামপুর মিশন কত খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়? এর কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং প্রকাশিত পত্রিকার নাম লেখো।

উত্তর : ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত হয়।
এখানকার পণ্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উইলিয়াম কেরী, যোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড। এঁদের প্রকাশিত বিখ্যাত কয়েকটি পত্রিকা হল 'সমাচার দর্পণ', 'দিগদর্শন' 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' প্রভৃতি।

প্রশ্ন : প্রাচ্যকলার দুজন প্রবক্তার নাম লেখো। সংক্ষেপে তাঁদের মতাদর্শের পরিচয় দাও।

উত্তর : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু প্রাচ্যকলারই প্রধান প্রবক্তা। এঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবমুক্ত এবং ভারতীয় চিন্তাধারা, ঐতিহ্য ও আদর্শে অনুপ্রাণিত চিত্রকলা অঙ্কনের সূচনা করেন।

প্রশ্ন : 'জেনারেল অ্যাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন' কত খ্রিস্টাব্দে, কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের ধর্মপ্রচারক মিঃ আলেকজান্ডার ডাফ্ 'জেনারেল অ্যাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন' (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) স্থাপন করেন।

প্রশ্ন : তত্ত্ববোধিনী সভা কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দর্শন ও ধর্মসংক্রান্ত আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত।

প্রশ্ন : এশিয়াটিক সোসাইটি কে, কবে স্থাপন করেন?

উত্তর : ওয়ারেন হেস্টিংস-এর উদ্যোগে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় স্যার উইলিয়াম জোনস্ ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। স্যার উইলিয়াম জোনস্ প্রাচ্যবাদী হিসেবেই প্রাচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রশ্ন : কে, কবে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন সদস্য ও শিক্ষাব্রতী জন ইলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ই ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বেথুন কলেজে পরিণত হয়।

প্রশ্ন : উডের ডেসপ্যাচ কী?

উত্তর : ভারতীয় জনগণকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড্ শিক্ষাসংক্রান্ত একটি দলিল পেশ করেছিলেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের এই শিক্ষাসংক্রান্ত দলিল 'উডের ডেসপ্যাচ' নামে পরিচিত। এই নির্দেশনামাকে ভিত্তি করে মূলত আধুনিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন : থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন কর্নেল অলকট ও ব্লাভাটস্কি। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হওয়াই এই সোসাইটির লক্ষ্য ছিল।

Scanned with CamScanner

এদেশে সকল প্রকার কুটিরশিল্প বিনষ্ট হয় এবং বৃত্তিচ্যুত শিল্পীরা কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। এই আইনে কোম্পানিকে ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। ফলে পরবর্তীকালে ভারতীয় সাম্রাজ্যের উপর ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ শাসনের পথ উন্মুক্ত হয়।

প্রশ্ন ঃ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট-এর তিনটি শর্ত উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সনদ আইন (Charter Act) পাশ হয়। এই সনদ আইনের শর্তগুলি হল (১) ভারতের ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার শিথিল করে সকল ব্রিটিশ বণিককে ভারতে বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়। (২) ভারতীয় জনশিক্ষার জন্য কোম্পানি প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। (৩) ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা বজায় রেখে কোম্পানিকে ভারতের সাম্রাজ্য শাসনের অধিকার দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ ডঃ বিধানচন্দ্রের মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা কোন্ তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল?

উত্তর ঃ ডঃ বিধানচন্দ্রের মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—সিভিল সার্ভিস, সামরিক বাহিনী ও পুলিশ।

প্রশ্ন ঃ কে, কেন ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দকে 'জলবিভাজিকা' (watershed) বলে অভিহিত করেছেন?

উত্তর ঃ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাঞ্জাব ও সিন্ধু ব্যতীত প্রায় ভারতের সকল উল্লেখযোগ্য রাজ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মারাঠাদের পতনের ফলে ইংরেজরা ভারতে অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। এই কারণে ডা. স্পীয়ার ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দকে 'জলবিভাজিকা' (watershed) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে 'ঐ বৎসর ভারতে স্থাপিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।' বলা বাহুল্য, এই বক্তব্য যথার্থ নয় কারণ শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সংগ্রাম তখনও শুরু হয়নি।

প্রশ্ন ঃ কোন্ আইনবলে কে ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হন?

উত্তর ঃ ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে 'চ্যার্টার অ্যাক্ট' অনুযায়ী বাংলার গভর্ণর জেনারেল ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে আসীন হন। এই নির্দেশ অনুসারে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতের গভর্ণর জেনারেল হন।

প্রশ্ন ঃ বাংলার প্রথম ও শেষ গভর্ণরের নাম কী?

উত্তর ঃ বাংলার প্রথম গভর্ণর হলেন লর্ড ক্লাইভ এবং শেষ গভর্ণর হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

প্রশ্ন ঃ ভারতের প্রথম ও শেষ গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন?

উত্তর ঃ ভারতের প্রথম গর্ভণর জেনারেল হলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এবং শেষ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং।

প্রশ্ন ঃ কবে ও কার দ্বারা শিখ রাজ্য কোম্পানির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধকালে গুজরাটের যুদ্ধে শিখ শক্তি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়ার পর লর্ড ডালহৌসী শিখ রাজ্যকে কোম্পানির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন (১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ)।

Scanned with CamScanner

● প্রশ্ন : ভারতে ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসিদের ব্যর্থতার কারণ কী ছি...

○ উত্তর : ১৭৪৪-১৭৬৩ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত ফ... পরাজয় ঘটে এবং ইংরেজ শক্তি জয়লাভ করে। এর পিছনে কারণগুলি হল (i) সামরি... ফরাসিদের তুলনায় ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব। (ii) ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি ব্রিটিশ স... সমর্থন, সাহায্য, অন্যদিকে ফরাসি সম্রাট পঞ্চদশ লুই-এর ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি, সা... অভাব। (iii) ইংরেজ কোম্পানিতে আয়ারকুট, ক্লাইভ-এর মতো যোগ্য সেনাপতি ফরা... না থাকা। (iv) ফরাসিদের তুলনায় ইংরেজদের নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। (v) সংগঠন ও অ... সমৃদ্ধির দিক দিয়ে ইংরেজ কোম্পানি ফরাসি অপেক্ষা বহু গুণে সমৃদ্ধ। (vi) ফরাসি ক... মধ্যে ব্যক্তিগত বিভেদ (দুপ্লে ও লাবুর্দনের মতভেদ)। (vii) দুপ্লেকে ফরাসি সরকারের ... প্রত্যাবর্তনের আদেশ। (viii) ফরাসিদের বাণিজ্যে অবহেলা। (ix) দেশীয় রাজাদের শ... সাহায্যের উপর ফরাসিদের নির্ভরতা ইত্যাদি।

● প্রশ্ন : ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশির যুদ্ধের গুরুত্ব কী?

○ উত্তর : ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশির প্রান্তরে অনুষ্ঠিত ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের যে... হয়েছিল তাতে সিরাজ পরাজিত হন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক... থেকে ভারতের ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। (i) এই যুদ্ধের ফ... ইংরেজরা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় অর্থাৎ বণিকের মানদণ্ড রাজ... পরিণত হয়। (ii) এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলেই ইংরেজরা এমন কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ-সু... অধিকারী হয় তার ফলে 'মাছের তেলে মাছ ভাজার নীতি' গ্রহণ করেন। এখান থেকে ... পরিমাণে ধনসম্পদ ইংল্যান্ডে রপ্তানি হওয়ার ফলে সেখানে শিল্পবিপ্লব তরান্বিত হয়। (iii) ... যুদ্ধের ফলে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা ইংরেজরা যে সামরিক বাহিনী গঠন করেছিল তা পরবর্তী... ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মীমাংসা করেছিল। (iv) সামাজিক দিক থেকে ভারতবর্ষে মধ্যযু... অবসান ঘটে ও আধুনিক যুগের সূচনা হয়।

● প্রশ্ন : বক্সার যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে হয়? এর গুরুত্ব কী?

○ উত্তর : ১৭৬৪ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত বক্সারের যুদ্ধ ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাব মীরকা... অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, দিল্লির মুঘল সম্রাট শাহ আলমের যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়... তাতে ইংরেজদের কাছে ত্রিশক্তি জোটের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের গুরুত্ব অনেকখানি... (i) বাংলার শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট সিংহাসন চ্যুত হন এবং মীরজাফর আসীন হন। (ii) পূ... তুলনায় মীরজাফরের ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়। (iii) পলাশির যুদ্ধে শুধু বা... নববাবের পরাজয় হয়েছিল এক্ষেত্রে বাংলার নবাব মীরকাশিম ছাড়াও অযোধ্যার ন... সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের পরাজয় ঘটে। এই দিক থেকে পলাশি অপে... বক্সার যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশি। (iv) বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি... দেওয়ানি লাভের পথ প্রশস্ত হয়। (v) এই যুদ্ধের ফলে ভারতীয়দের সামরিক দুর্বলতা প্র... পায়।

● প্রশ্ন : পলাশি ও বক্সারের যুদ্ধের পার্থক্য কী ছিল?

○ উত্তর : বাংলায় ইংরেজ শক্তি প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে বক্সারের যুদ্ধ পলাশির যুদ্ধ অপে... অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ (i) পলাশি ছিল একটি খণ্ডযুদ্ধ, তা ছিল যুদ্ধের প্রহসন মাত্র। খ্রি...

প্রশ্ন : **কে কোন্ ঘটনাকে 'বিভাজন রেখা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন?**

উত্তর : ঐতিহাসিক পিটার. জে. মার্শাল ইংরাজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভকে মুঘল ও ব্রিটিশ বাংলার 'বিভাজন রেখা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রশ্ন : **বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র সময় নবাব ও গভর্ণর কে ছিলেন?**

উত্তর : ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০ খ্রিঃ) সময় বাংলার নবাব ছিলেন নাজিম-উদ্-দৌলা। অবশ্য তিনি সম্পূর্ণভাবেই কোম্পানির হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। এই সময় বাংলার গভর্ণর ছিলেন কার্টিয়ার।

প্রশ্ন : **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র দুটি ফলাফল উল্লেখ করো।**

উত্তর : ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে (১) বাংলার মানুষ খাদ্যাভাবে গাছের পাতা, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে হাজারে হাজারে অনশনে ও মহামারীতে প্রাণ হারায় এবং জনবসতি জঙ্গলে পরিণত হয়। (২) খাদ্যাভাবে মানুষ নীতিজ্ঞান হারিয়ে নিজের পেটের সন্তানদের বিক্রি এমনকি চুরি, ডাকাতি আরম্ভ করে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা লোপ পায়।

প্রশ্ন : **ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা কবে থেকে হয়? ভারতে উপনিবেশ পর্যায়ে ইংরেজদের কী উদ্দেশ্য ছিল?**

উত্তর : ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়। উবনিবেশের প্রথম পর্যায়ে ইংরেজদের দুটি উদ্দেশ্য ছিল—(১) উপনিবেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার। (২) রাজনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের সব রাজস্ব বা উদ্বৃত্ত সম্পদকে সরাসরি শুষে নেওয়া।

প্রশ্ন : **বিদেরার যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে হয়েছিল?**

উত্তর : ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে ওলন্দাজের এই যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজয়ের ফলে ভারতে তাদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : **ওয়ারেন হেস্টিংসের 'রোহিলা নীতি'কে কি সমর্থন করা যায়?**

উত্তর : ওয়ারেন হেস্টিংসের 'রোহিলা নীতি'কে রাজনৈতিক ও মানবিক দিক থেকে কখনোই সমর্থন করা যায় না। রোহিলাগণ কখনই ইংরেজদের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করেনি অথচ কিছু অর্থ লাভের জন্য হেস্টিংস ইংরেজ সেনাবাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছিলেন। রোহিলখণ্ড মারাঠাদের অধিকার থেকে রক্ষা করার জন্য তা দখলের প্রয়োজন ছিল এই দাবি সমর্থনযোগ্য নয় কারণ মারাঠাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাদের পতনের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিল।

প্রশ্ন : **কে, কোন্ সন্ধিকে অপমানজনক শান্তি বলে অভিহিত করেন?**

উত্তর : ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং উভয় পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থানগুলি ফেরত দেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এই সন্ধিকে অপমাজনক শান্তি বলে অভিহিত করেন।

প্রশ্ন : **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক কে? কোন্ ভারতীয় শাসক প্রথম এতে স্বাক্ষর করেন?**

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : লর্ড কর্ণওয়ালিশ দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার কীভাবে সংস্কার করেন?

উত্তর : লর্ড কর্ণওয়ালিশ দেওয়ানি বিচারব্যবস্থাকে রাজস্ববিভাগ থেকে পৃথক করেন। তাঁর আমলে সর্বোচ্চ দেওয়ানি আদালত ছিল 'সদর দেওয়ানি আদালত'। সদর দেওয়ানি আদালতে গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যরা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এর নীচে ছিল চারটি প্রাদেশিক আদালত এবং এর নীচে বিভিন্ন জেলা আদালত ও সর্বনিম্নে ছিল সদর দেওয়ানি ও মুন্সেফী আদালত।

প্রশ্ন : কর্ণওয়ালিশের উল্লেখযোগ্য আইন সংস্কার কী?

উত্তর : কর্ণওয়ালিশ বহুক্ষেত্রে পূর্বেকার নিষ্ঠুর শাস্তিদানের প্রথা রহিত করেন। তিনি বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সাক্ষীদের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তা রদ করে হিন্দু-মুসলিম সাক্ষ্যের মধ্যে সমতা স্থাপন করেন এবং আইনের চোখে সকলে সমান বলে ঘোষণা করেন। তিনি নরহত্যাকে 'রাষ্ট্রীয় অপরাধ' বলে ঘোষণা করেন এবং বেত্রদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি অমানবিক দণ্ড তুলে দেন।

প্রশ্ন : ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রথম কত খ্রিস্টাব্দে গৃহীত হয়? এই সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর কী দায়িত্ব অর্জন করা হত?

উত্তর : ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের 'সনদ আইন' (Charter Act) অনুযায়ী ভারতীয় 'সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষা প্রথম চালু হয়।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সরকারী প্রশাসনের উচ্চপদগুলিতে নিয়োগ করা হত।

প্রশ্ন : পিট-এর 'ভারত আইন' (Pitts India Act) কী?

উত্তর : ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট-এর আমলে যে আইন বিধিবদ্ধ হয় তা পিট-এর 'ভারত আইন' নামে পরিচিত। ভারতের শাসনতন্ত্রের ব্যাপারেও পিটের 'ভারত আইন' কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই আইন দ্বারা গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এই আইন দ্বারা রেগুলেটিং অ্যাক্টের যাবতীয় অসুবিধা ও ত্রুটিগুলি সংশোধন করা হয়। পিটের আইন অনুসারে ভারতে এক প্রকার দ্বৈত শাসন উপস্থাপিত করা হয়—বোর্ড অব কন্ট্রোলের কর্তৃত্ব ও ডাইরেক্টরদের কর্তৃত্ব।

প্রশ্ন : ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট কী?

উত্তর : ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্টই হল ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শেষ চার্টার অ্যাক্ট। এই আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসে কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। পরীক্ষার্থীদের বয়স হবে ১৮ থেকে ২৩-এর মধ্যে। এই আইনে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জন্য লেফটেন্যান্ট গভর্ণর পদের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন : ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতদিন কেবলমাত্র ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এই অ্যাক্ট অনুযায়ী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ক্ষমতা শিথিল করা হয়; সকল ব্রিটিশ বণিককে ভারতে অবাধ বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়। এতে বিদেশী পণ্য দেশে ছেয়ে যায়। ফলে

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : কে কোন্ ঘটনাকে 'বিভাজন রেখা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন?

উত্তর : ঐতিহাসিক পিটার. জে. মার্শাল ইংরাজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভকে মুঘল ও ব্রিটিশ বাংলার 'বিভাজন রেখা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রশ্ন : বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র সময় নবাব ও গভর্ণর কে ছিলেন?

উত্তর : ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০ খ্রিঃ) সময় বাংলার নবাব ছিলেন নাজিম-উদ্-দৌলা। অবশ্য তিনি সম্পূর্ণভাবেই কোম্পানির হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। এই সময় বাংলার গভর্ণর ছিলেন কার্টিয়ার।

প্রশ্ন : 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র দুটি ফলাফল উল্লেখ করো।

উত্তর : ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে (১) বাংলার মানুষ খাদ্যাভাবে গাছের পাতা, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে হাজারে হাজারে অনশনে ও মহামারীতে প্রাণ হারায় এবং জনবসতি জঙ্গলে পরিণত হয়। (২) খাদ্যাভাবে মানুষ নীতিজ্ঞান হারিয়ে নিজের পেটের সন্তানদের বিক্রি এমনকি চুরি, ডাকাতি আরম্ভ করে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা লোপ পায়।

প্রশ্ন : ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা কবে থেকে হয়? ভারতে উপনিবেশ পর্যায়ে ইংরেজদের কী উদ্দেশ্য ছিল?

উত্তর : ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়। উবনিবেশের প্রথম পর্যায়ে ইংরেজদের দুটি উদ্দেশ্য ছিল—(১) উপনিবেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার। (২) রাজনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের সব রাজস্ব বা উদ্বৃত্ত সম্পদকে সরাসরি শুষে নেওয়া।

প্রশ্ন : বিদেরার যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে হয়েছিল?

উত্তর : ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে ওলন্দাজের এই যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজয়ের ফলে ভারতে তাদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : ওয়ারেন হেস্টিংসের 'রোহিলা নীতি'কে কি সমর্থন করা যায়?

উত্তর : ওয়ারেন হেস্টিংসের 'রোহিলা নীতি'কে রাজনৈতিক ও মানবিক দিক থেকে কখনোই সমর্থন করা যায় না। রোহিলাগণ কখনই ইংরেজদের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করেনি অথচ কিছু অর্থ লাভের জন্য হেস্টিংস ইংরেজ সেনাবাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছিলেন। রোহিলখণ্ড মারাঠাদের অধিকার থেকে রক্ষা করার জন্য তা দখলের প্রয়োজন ছিল এই দাবি সমর্থনযোগ্য নয় কারণ মারাঠাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাদের পতনের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিল।

প্রশ্ন : কে, কোন্ সন্ধিকে অপমানজনক শান্তি বলে অভিহিত করেন?

উত্তর : ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং উভয় পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থানগুলি ফেরত দেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এই সন্ধিকে অপমাজনক শান্তি বলে অভিহিত করেন।

প্রশ্ন : অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক কে? কোন্ ভারতীয় শাসক প্রথম এতে স্বাক্ষর করেন?

Scanned with CamScanner

উঃ ২০০১ এর ৩। (খ) ...

প্রঃ (গ) রায়তওয়ারী ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

উঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের কর্মচারী ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার রীড বরমহল অঞ্চলে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত চালু করেন। রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ছিল সরকার সরাসরি রায়ত বা কৃষকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করত, সেক্ষেত্রে জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী ছিল না। জমি জরিপ করে সরকারের রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করত। ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর এক ঘোষণাপত্রের সাহায্যে ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার রীড বরমহল অঞ্চলে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার রীড-এর ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করেন ক্যাপ্টেন মনরো। তিনি রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের সংশোধন করেন। ক্যাপ্টেন মনরোর উদ্যোগে কোয়েম্বাটুর, বেলারী, মালাবার, মাদুরা প্রভৃতি অঞ্চলে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কও রায়তওয়ারী বন্দোবস্তকে সমর্থন জানান। ফরাসী মিশনারী Abbe Dubois কর্ণাটক অঞ্চল ঘুরে সুপারিশ করেন রায়তওয়ারী ব্যবস্থাকে উন্নত করার সাথে সংশোধনও করতে হবে।

ড এন. মুখার্জী তাঁর Ryotwari System in Madras গ্রন্থে বলেন মাদ্রাজের গভর্নর হয়ে মনরো মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সমস্ত জেলাতে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা চালু করার আদেশ দিয়েছেন। রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা দেখা দেয়। রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় সরকার প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করলেও রায়ত চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপানচন্দ্র তাঁর 'Modern Indian গ্রন্থে বলেন, কোয়েম্বাটুর ছাড়া অন্যান্য সব অঞ্চলে রায়তের অবস্থা শোচনীয় ছিল। রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় রাজস্ব বাকী পড়লেই রায়তকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত, যদিও রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বলা যায়, কোম্পানী রায়তওয়ারী ব্যবস্থার দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করবার প্রচেষ্টায় ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীরও উদ্ভব ঘটেনি কিন্তু যদিও রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত যে উদ্দেশ্যে চালু করা হয় তা শেষপর্যন্ত পূরণ হয়নি।

Scanned with CamScanner

পরিবর্তনকালে বেন্টিঙ্কের উদ্যোগে এই অর্থ প্রদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে ইংরেজি ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সাহসী শিক্ষানীতির সিদ্ধান্তের ফলে ভারত দ্রুত পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারলাভ করতে থাকে।

ঃ পিন্ডারী কারা? কে তাদের দমন করেন?

ঃ ভারতের একদল দস্যু পিন্ডারী নামে পরিচিত ছিল। এই দুর্ধর্ষ পিন্ডারী দস্যুদল উনবিংশ শতকে মালব, মাড়বার, মেবার—ইত্যাদি রাজপুতানার বিভিন্ন অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে বসবাস করত। তারা মাঝে-মধ্যে মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে ভাড়াটিয়া সৈনিকের কাজ করত। মারাঠা সাম্রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার পরে তারা জীবিকার সন্ধানে ভারতের ইংরেজ শাসিত এলাকার মধ্যে লুঠতরাজ চালাতে থাকে। এদের কয়েকজন নেতা হলেন—আমীর খাঁ, চিতু, ওয়াসীল মহম্মদ। শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে লর্ড হেস্টিংস এক বিশাল সেনাবাহিনীর সাহায্যে পিন্ডারী দস্যুদলকে দমন করেন।

আফগান জনগণ কোন্ দুই ইংরেজকে হত্যা করেছিলেন?

আফগান জনগণ ইংরেজ দূত ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার বার্নেস এবং ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ম্যাকনাটেন্‌কে হত্যা করেছিলেন।

কত সালে, কার

Scanned with CamScanner

● **প্রশ্ন : রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো?**

○ **উত্তর : রায়তওয়ারি ব্যবস্থা :** ১৯ শতকের প্রথমদিকে (১৮২০ খ্রিঃ) মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ব্রিটিশ শাসনকর্তা সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত ও রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে। রায়ত কথাটির অর্থ কৃষক। স্বভাবতই সরকার সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত করে। সরকার ও রায়তের মধ্যে কোনো জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী ছিল না। এখানে সরকারই ছিল জমিদার এবং তারা রায়তকে জমিতে স্থায়ী স্বত্ব না দিয়ে ৩০/৪০ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। রাজস্বের হার উৎপন্ন ফসলের ১/২ ধার্য করা হয়। এই বন্দোবস্তের পথিকৃৎ ছিলেন ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার রীড। টমাস মনরোর আমলে এই ব্যবস্থা পরিণতি লাভ করে।

মহলওয়ারি ব্যবস্থা : গাঙ্গেয় উপত্যকায় সরকার ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি কৃষকের পরিবর্তে প্রতিটি গ্রামের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে (মহল বা তালুক) রাজস্ব বন্দোবস্ত করার যে সিদ্ধান্ত নেয় তা মহলওয়ারি বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। গ্রামের প্রধান বা মোড়ল এই ব্যবস্থায় জমির যৌথ মালিকানা স্বত্ব তদারকি করতেন। এই ব্যবস্থায় কৃষকের উপর খাজনা বেড়ে যায় এবং গ্রামীণ সঞ্চয় ও উন্নয়ন ক্ষুণ্ণ হয়।

● **প্রশ্ন : Drain of wealth বা 'ধন নির্গমন' বলতে কী বোঝো?**

○ **উত্তর :** ১৭৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানি লাভের পর থেকে বাংলার সম্পদ ইংল্যান্ডে যেতে শুরু করে। দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পর কোম্পানির কর্মকর্তাগণ বাংলার লুণ্ঠিত অর্থসম্পদ বিনিয়োগ করে ভারতের পণ্যসামগ্রী কিনতে শুরু করে। এর ফলে ইংল্যান্ড থেকে অর্থ আমদানির প্রয়োজন রইল না। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৭৬৮ খ্রিঃ বাংলা থেকে ৫.৭ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ চলে যায়। বাংলার অর্থনীতির উপর এই প্রচণ্ড চাপকে অর্থ নিষ্কাশন বা ইংরেজিতে Drain Wealth বলা হয়। দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত এ নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

● **প্রশ্ন : ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের পটভূমিকা আলোচনা করো।**

○ **উত্তর :** পাশ্চাত্যের যে বণিক সম্প্রদায় ভারতে স্থায়ীভাবে বাণিজ্য ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তারা হল ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০০ খ্রিঃ ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে বাণিজ্যের অনুমতি নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উপস্থিত হন। কিন্তু সেবার তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে ইংরেজরা পর্তুগীজদের পরাজিত করে সুরাট দখল করে। পরে স্যার টমাস রো ইংরেজ প্রতিনিধি হয়ে সম্রাটের রাজসভায় আসেন। ১৬১৩ খ্রিঃ ইংরেজরা গুজরাট ও আমেদাবাদে বাণিজ্যকুঠী নির্মাণের অনুমতি পায়। ১৬১৯ খ্রিঃ মধ্যে তারা আগ্রা, ব্রোচ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য শুরু করে। দক্ষিণে তারা দুর্গও নির্মাণ করে, এমনকি হুগলী, কাশিমবাজার, পাটনা ও বালাসোরেও বাণিজ্যকুঠী নির্মিত হয়। ১৬৩৮ খ্রিঃ তারা বোম্বাই বন্দরের অধিকার পায়। ১৬৯০ খ্রিঃ জব চার্নক সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নিয়ে কলিকাতা শহরের পত্তন করেন। ক্রমে দুর্গ নির্মাণ করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।

● **প্রশ্ন : বক্সার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো।**

○ **উত্তর : কারণ :** মীরজাফর ইংরেজদের সাহায্যে বাংলার সিংহাসন লাভ করলেও (১৭৫৭ খ্রিঃ) তাদের উপর ক্রমশ বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাদের কবল থেকে মুক্তি

Scanned with CamScanner

বিধবাদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ঃ প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্রের নাম কী? এই পত্রিকা কার সম্পাদনায় কবে প্রকাশিত হয়?

ঃ প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্রের নাম 'দি বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার'।

জেমস অগাষ্টাস হিকির সম্পাদনায় এই সাপ্তাহিক ইংরাজি সংবাদপত্র ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ২৯ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : কে কত খ্রিস্টাব্দে 'সার্বজনীন' সভা প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে 'সার্বজনীন সভা' প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন : তিনি কোথায় কী উদ্দেশ্যে 'সার্বজনীন সভা' প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে রাণাডে পুনায় সার্বজনীন সভা প্র... করেন।

প্রশ্ন : কেশবচন্দ্র সেন কে ছিলেন?

উত্তর : কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ব্রাহ্মবাদের প্রবর্তন ক... অপর ব্রাহ্ম নেতা দেবেন্দ্রনাথের সাথে কেশবচন্দ্রের মতবিরোধের ফলে তাঁর নে... 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। দেবেন্দ্র... ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

প্রশ্ন : 'কুচবিহার বিবাহ' সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীদের প্রতিক্রিয়া কী ছি...

উত্তর : কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের নীতি লঙ্ঘন করে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর চৌদ্দ ব... কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজের বিবাহ দেন। এতে তাঁর বহু অনুগামী ক্ষু... হয়ে তাঁকে ত্যাগ করে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই মে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে এ... গোষ্ঠী গঠন করেন।

প্রশ্ন : 'ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ' কাকে বলা হয় এবং কেন?

উত্তর : রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বলা হয়, কারণ তিনি ... ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদের বিরুদ্ধে মানুষকে জাগ্রত ক... জন্য পাশ্চাত্যের সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদ ও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের স্বপক্ষে ... জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : রাজা রামমোহন রায়ের দুটি সমাজসংস্কার উল্লেখ করো।

উত্তর : রাজা রামমোহন রায় ছিলেন 'ভারতীয় নব জাগরণের অগ্রদূত'। তিনি সমাজসং... হিসাবে মানবজাতির কাছে চিরস্মরণীয়। তাঁর অন্যতম সমাজসংস্কার হল (১) সতী... প্রথার অবসানে সক্রিয় উদ্যোগ। (২) নারী মর্যাদা সহকারে অর্থনৈতিক অধিকা... সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন : 'সতীদাহ নিবারণ আইন' কাদের উদ্যোগে এবং কত সালে জারি করা হয়?

উত্তর : মানবতাবাদী সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় ... গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে 'সতী... নিবারণ আইন' জারি হয়েছিল।

প্রশ্ন : রামমোহন রচিত একটি পুস্তক ও একটি সংবাদপত্রের নাম লেখো।

উত্তর : রামমোহন রচিত একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হল 'তুহাফৎ উল-মুয়াহিদ্দিন'। ... সম্বাদ কৌমুদি' নামক একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন : আর্যসমাজের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী কী ছিল?

উত্তর : আর্যসমাজের প্রধান আদর্শ ছিল হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা ও সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর... এবং বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করা। হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে আগ্রহী অ-হিন্দু...

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : মহাদজী সিন্ধিয়া কে ছিলেন?
উত্তর : অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মারাঠা সামন্তপ্রভু ছিলেন মহাদজী সিন্ধিয়া। তিনি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তাঁর সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর মধ্যস্থতায় প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে যোগদান করেন এবং পরাজিত হন।

প্রশ্ন : **কে, কবে, কোথায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করেন?**
উত্তর : হেস্টিংস, ১৭৭৪ খ্রিঃ কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন : **কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে? তিনি কোন্ ভারতীয়কে ফাঁসির হুকুম দেন?**
উত্তর : সুপ্রিমকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতির নাম স্যার এলিজা ইম্পে। তিনি মহারাজা নন্দকুমারকে জালিয়াতির অভিযোগে ফাঁসির হুকুম দেন।

প্রশ্ন : **নন্দকুমারের ফাঁসি কি সমর্থন করা যায়?**
উত্তর : নন্দকুমারকে দলিল জাল করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। নন্দকুমারের দলিল জাল করার বিষয়টি সঠিকভাবে প্রমাণ করা যায়নি। তা সত্ত্বেও দলিল জাল করলেও ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী জালিয়াতির জন্য অপরাধীর ফাঁসি দেওয়া যেত না। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি নন্দকুমারের ফাঁসির যে আদেশ দিয়েছিলেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। এই ফাঁসি বা প্রাণদণ্ডকে তাই 'আইনের আবরণে হত্যা' বা 'Judicial Murder' বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : **কোন্ আইনবলে বাংলার গভর্ণরকে 'গভর্ণর-জেনারেল' আখ্যা দেওয়া হয়? প্রথম 'গভর্ণর জেনারেল' এবং কাউন্সিলের সদস্য কারা ছিলেন?**
উত্তর : ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' দ্বারা বাংলার গভর্ণরকে 'গভর্ণর-জেনারেল' পদে উন্নীত করা হয়।
তদনুযায়ী প্রথম গভর্ণর জেনারেল হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর কাউন্সিলের ৪ জন সদস্য হলেন **মনসন, ক্ল্যাভারিং, বারওয়েল** এবং **ফিলিপ ফ্রান্সিস।**

প্রশ্ন : **কত খ্রিস্টাব্দে এবং কেন Board of Control গঠিত হয়? এর সদস্য কারা হতেন?**
উত্তর : ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিটের ভারত আইনে ভারতে অবস্থিত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করার জন্য মোট চারজন সদস্য নিয়ে ইংল্যান্ডে বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠিত হয়।
ব্রিটিশ অর্থসচিব, একজন সেক্রেটারি অব স্টেট এবং ইংল্যান্ড-রাজ কর্তৃক মনোনীত দুজন প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য—মোট চারজন সদস্য ছিলেন।

প্রশ্ন : **কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত 'পুলিশ রেগুলেশন' কী?**
উত্তর : পুলিশ প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করতে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ তাঁর বিখ্যাত 'পুলিশ রেগুলেশন' প্রবর্তন করেন। এর দ্বারা তিনি পুলিশ সুপারদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিশদ তালিকা তৈরি করে পুলিশবিভাগে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেন।

Scanned with CamScanner